ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বিইউএসএমএস, পার্বতীপুর, দিনাজপু
বিষয়ঃ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় প্রশ্নব্যাংক - ২০২০ শ্রেণিঃ অষ্টম
(১ম অধ্যায়) ঔপনিবেশিক যুগ ও বাংলার স্বাধীনতার সংগ্রাম

১। ঔপনিবেশিক শাসন কাকে বলে?
উত্তরঃ ১৭৫৭ সালের পর বাংলায় যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণত আমরা তাকেই ঔপনিবেশিক শাসন বলে।

২। ঔপনিবেশিক শাসন এর বৈশিষ্ট্য কী?
উত্তরঃ এর বৈশিষ্ট্য হলো দখলদার শক্তি চিরস্থায়ী ভাবে শাসন প্রতিষ্ঠা করতে আসে না।

৩। আর্যরা কবে এদেশে প্রবেশ করেছিল?
উত্তরঃ খ্রিষ্টপূর্ব যুগে।

৪। সম্রাট অশোক কবে বাংলার উত্তরাংশ দখল করে?
উত্তরঃ খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে।

৫। মৌর্যদের পর ভারতে কোন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তরঃ গুপ্ত।

৬। শশাঙ্ক বাংলায় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে কবে?
উত্তরঃ সপ্তম শতকে।

৭। মাৎস্যন্যায় এর যুগ ছিল কত দিন?
উত্তরঃ ১০০ বছর।

৮। পাল রাজারা এদেশে কত বছর শাসন করে?
উত্তরঃ ৪০০ বছর।

৯। সেন রাজারা কোথা থেকে বাংলায় আসেন?
উত্তরঃ কর্নাটক থেকে।

১০। সেনদের শাসনের অবসান ঘটে কার হাতে?
উত্তরঃ বহিরাগত মুসলমানদের হাতে।

১১। লক্ষণ সেনকে কে পরাজিত করেন?
উত্তরঃ তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি।

১২। বখতিয়ার খলজি কবে মৃত্যুবরন করেন?
উত্তরঃ ১২৬০ সালে।

১৩। কত সাল পর্যন্ত বাংলা জুড়ে মুসলিম শাসনের বিস্তার ঘটে?
উত্তরঃ ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত।

১৪। বিভাগ গুলোকে ফারসি ভাষায় কী বলে?
উত্তরঃ ইকলিম।

১৫। ইকলিমগুলো কী কী?
উত্তরঃ উত্তর বাংলায় লখনৌতি, পশ্চিম বাংলার সাতগাঁও, পূর্ব বাংলার সোনারগাঁও।

১৬। ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ্ দিল্লীর মুসলমান সুলতানদের বিরুদ্ধে কবে বিদ্রোহ করে?
উত্তরঃ ১৩৩৮ সালে।

১৭। বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসনের অবসান ঘটে কবে?
উত্তরঃ ১৫৩৮ সালে।

১৮। কার শাসন আমলে বার ভূঁইয়াদের চূড়ান্তভাবে দমন করা সম্ভব হয়?
উত্তরঃ সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে।

১৯। হুমায়ুন কবে উত্তর বাংলার গৌড় অর্থাৎ ইকলিম লখনৌতি দখল করেন?
উত্তরঃ ১৫৩৮ সালে।

২০। কে বারো ভূইয়াদের চূড়ান্তভাবে দমন করেছিল?
উত্তরঃ মুঘল সুবেদার ইসলাম খান চিশতি।

২১। ইউরোপে কবে থেকে বাণিজ্য বিপ্লবের সূচনা হয়?
উত্তরঃ চতুর্দশ শতক থেকে।

২২। ভাস্কো–দা–গামা কবে কালিকট পৌঁছেন?
উত্তরঃ ১৪৯৮ সালে।

২৩। ওয়েস্টফালিয়ার চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তরঃ ১৬৪৮ সালে।

২৪। কোন কোন স্থানে ইউরোপীয় বাণিজ্যকেন্দ্র গুলো ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে?
উত্তরঃ কলকাতা, চন্দননগর, চচুঁড়া, কাশিমবাজার।

২৫। উইলিয়াম হেজেজ কবে হুগলিতে আসেন?
উত্তরঃ ১৬৮২ সালে।

২৬। সিরাজউদ্দৌলা কবে সিংহাসনে বসেন?
উত্তরঃ ২২

২৭। সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী তৃতীয় পক্ষ ছিল কোনটি?
উত্তরঃ বণিক শ্রেণি।

২৮। 'দি ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া' কোম্পানি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তরঃ ১৬০০ সালে।

২৯। ফরাসিরা বাংলায় প্রবেশ করে কবে?
উত্তরঃ ১৬৬৪ সালে।

৩০। পলাশীর যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়?
উত্তরঃ ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন।

৩১। কার বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজের পরাজয় ঘটে?
উত্তরঃ মীর জাফর আলী খান।

৩২। ক্লাইভ কবে দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন?
উত্তরঃ ১৭৬৫ সালে।

৩৩। কে দ্বৈত শাসন প্রবর্তন করেন?
উত্তরঃ লর্ড ক্লাইভ।

৩৪। ছিয়াত্তরের মনন্তর বাংলা কত সাল?
উত্তরঃ ১৭৭০।

৩৫। ভারত শাসন আইন প্রবর্তন করা হয় কবে?
উত্তরঃ ১৮৫৮ সালে।

৩৬। কোন ব্যবস্থা চালু করে ব্রিটিশদের অনুগত জমিদার শ্রেণি তৈরি করা হয়?
উত্তরঃ ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

৩৭। এদেশে শিক্ষা বিস্তারসহ আধুনিক জ্ঞান চর্চার সূচনা করেন কে কে?
উত্তরঃ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক ও লর্ড হাডিঞ্জ।

৩৮। সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে কখন?

উত্তরঃ ১৮৫৭ সালে।

৩৯। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন কে কে?

উত্তরঃ বাংলার সিপাহী মঙ্গল পান্ডে এবং হাবিলদার রজব আলী।

৪০। কোন আইন জারির ফলে ভারত শাসন আইনের অবসান ঘটে?

উত্তরঃ ভারত শাসন আইন।

৪১। ভারতের প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হন?

উত্তরঃ লর্ড ক্যানিং।

৪২। বঙ্গীয় আইন সভার কার্যক্রম শুরু হয়?

উত্তরঃ ১৮৬২ সাল থেকে।

৪৩। বাংলাকে দ্বি-খন্ডিত করার পরিকল্পনা করা হয় কবে?

উত্তরঃ ১৮৫৩ সালে।

৪৪। বঙ্গভঙ্গ করা হয় কবে?

উত্তরঃ ১৯০৫ সালে।

৪৫। ব্রিটিশ ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল কারা?

উত্তরঃ কৃষকরা।

৪৬। কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?

উত্তরঃ ১৭৮১ সালে।

৪৭। সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?

উত্তরঃ ১৭৯১ সালে।

৪৮। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?

উত্তরঃ ১৮৫৭ সালে।

৪৯। মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন কত সালে?

উত্তরঃ ১৮২১ সালে।

৫০। তৎকালীন কয়েকজন সমাজ সংস্কারক ?

উত্তরঃ রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর।

৫১। মুক্ত মনে জ্ঞান চর্চার ধারা তৈরি করেন কারা?

উত্তরঃ ডিরোজিও বিদ্যাসাগর প্রমুখ।

৫২। কাদের হাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটে?

উত্তরঃ বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, মাইকেল মধুসুদন ও রবীন্দ্রনাথ।

৫৩। বৃহত্তর বাংলা গঠিত ছিল?

উত্তরঃ পূর্ব বাংলা, পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা ।

৫৪। পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী কোনটি হবে?

উত্তরঃ ঢাকা।

৫৫। মুসলিম লীগ কবে গঠিত হয়?

উত্তরঃ ১৯০৬ সালে।

৫৬। কীসের ভিত্তিতে ভারত বিভক্তির পরিকল্পনা প্রদান করা হয়?

উত্তরঃ দ্বি-জাতি তত্ত্বের।

৫৭। কবে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটে?

উত্তরঃ ১৯৪৭

২য় অধ্যায়ঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

১। কীসের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়?

উত্তরঃ ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ।

২। পাকিস্তানের প্রথম সাধারন নির্বাচন কবে সংঘটিত হয়?

উত্তরঃ ১৯৭০ সালে।

৩। প্রেসিডেন ইয়াহিয়া খান কবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষনা করেন?

উত্তরঃ ১লা মার্চ ১৯৭১

৪। বাংলাদেশের মানচিত্র গঠিত পতাকা সর্বপ্রথম কোথায় উত্তোলন হয়?

উত্তরঃ ২রা মার্চ ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সকাল ১১ টায়।

৫। বঙ্গবন্ধু কোথায় প্রথম বাংলাদেশ কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন?

উত্তরঃ ৭ই মার্চের ভাষণে।

৬। ৭ই মার্চের ভাষণে কত লক্ষ মানুষ উপস্থিত ছিল?

উত্তরঃ ১০ লক্ষ

৭। এই ভাষণকে কি বলা হয়?

উত্তরঃ বাঙালির মুক্তির সনদ।

৮। অপারেশন সার্চ লাইট কবে সংঘটিত হয়?

উত্তরঃ ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সালে।

৯। এম. ভি সোয়াত জাহাজ চট্টগ্রামে কবে পোঁছায়?

উত্তরঃ ৩রা মার্চ।

১০। অপারেশন সার্চ লাইট অনুযায়ী ঢাকা শহরের গণহতার মুল দায়িত্ব কাকে দেওয়া হয়?

উত্তরঃ মেজর রাও ফরমান আলী।

১১। পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রথম আক্রমণের শিকার হয় কারা?

উত্তরঃ ফার্ম গেইট এলাকার রাস্তায় মিছিলরত মুক্তিকামী বাঙালিরা।

১২। ঢাকার বাইরে অপারেশন সার্চ লাইটের দায়িত্ব দেয়া হয় কাকে?

উত্তরঃ মেজর জেনারেল খাদিন হোসেন রাজাকে।

১৩। শুধু ২৫ মার্চ রাতেই ঢাকার কত মানুষকে হত্যা করা হয়।

উত্তরঃ ৭ থেকে ৮ হাজার।

১৪। বঙ্গবন্ধুকে কখন গ্রেফতার করা হয়?

উত্তরঃ ২৫শে মার্চ রাত দেড়টায় ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাসা থেকে।

১৫। কবে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষনা দেন?

উত্তরঃ তাকে গ্রেফতারের পূর্বে।

১৬। তার ঘোষনা কোথা থেকে প্রথম প্রচার হয়?

উত্তরঃ চট্টগ্রামের কালুর ঘাট সম্প্রচার কেন্দ্র থেকে।

১৭। তার এ ঘোষনা ২য় বার কে প্রচার করেন?

উত্তরঃ এম. এ হান্নান।

১৮। মুজিবনগর সরকার কবে গঠিত হয়?

উত্তরঃ ১০ই এপ্রিল ১৯৭১ সালে।

১৯। মুজিবনগর সরকার কবে শপথ গ্রহণ করে?

উত্তরঃ ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১ সালে।

২০। শপথ বাক্য পাঠ করান কে?

উত্তরঃ অধ্যাপক ইউসুফ আলী।

২১। মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী কে ছিল?

উত্তরঃ এম মনসুর আলী।

২২। মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রমকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

উত্তর ঃ দুই ভাগে।

২৩।এই সরকারের কতটি মন্ত্রণালয় ছিল?

উত্তরঃ ১২ টি

২৪। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায়র জন্য সারাদেশকে কতটি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়েছিল

উত্তরঃ ১১ টি

২৫। কত সদস্য বিশিষ্ট পরিষদ গঠিত হয়?

উত্তরঃ ০৯ টি

২৬। মুজিব নগর সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন কে?

উত্তরঃ প্রফেসর ড. মোজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী

২৭। মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন ?

উত্তরঃ কর্নেল এম এ জি ওসমানী

২৮। চিফ অফ স্টাফ কে ছিলেন ?

উত্তরঃ কর্নেল (অব) আব্দুল রব

২৯। রংপুর কত নং সেক্টরের অধিনে ছিল ?

উত্তরঃ ছয় নম্বর

৩০। সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল কত নম্বর সেক্টর অধীন ছিল?

উত্তরঃ ১০ নম্বর

৩১। রণাঙ্গনকে কতটি ফোর্সে বিভক্ত করা হয় ?

উত্তরঃ ৩ টি

৩২। কে ফোর্স এর অধিনায়ক ছিলেন?

উত্তরঃ মেজর খালেদ মোশারফ

৩৩। নিয়মিত বাহিনী কাদেরকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল?

উত্তরঃ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিট গুলোর বাঙালি সৈনিকদের নিয়ে।

৩৪। অনিয়মিত বাহিনী গঠিত হয়েছিল কাদেরকে নিয়ে?

উত্তরঃ ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, কৃষক ও সকল পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে।

৩৫। মুজিব বাহিনী গঠিত হয়েছিল কাদেরকে নিয়ে?

উত্তরঃ ছাত্রলীগের বাছাইকৃত কর্মীদের নিয়ে।

৩৬। অপারেশন জ্যাকপট কী?

উত্তরঃ মুক্তিযোদ্ধা নৌ কমান্ডোগণ কর্তৃক পরিচালিত (নৌপথে) অভিযান।

৩৭। তখন বাংলাদেশের লোকসংখ্যা কত ছিল?

উত্তরঃ সাড়ে সাত কোটি।

৩৮। "ঢাকা নাগরিক শান্তি কমিটি" গঠিত হয় কবে?

উত্তরঃ ৯ই এপ্রিল ১৯৭১।

৩৯। সর্ব প্রথম রাজাকার বাহিনী গঠন করেন কে?

উত্তরঃ জামায়াত নেতা মওলানা এ কে এম ইউসুফ ১৯৭১ এর মে মাসে খুলনায়।

৪০। সাক্ষাৎ যমদূত বলা হতো কাদের?

উত্তরঃ আল বদরদের।

৪১। পাকিস্তান সরকার বহির্বিশ্বকে বিভক্ত করার জন্য কাকে সরিয়ে কাকে গভর্ণর নিযুক্ত করে?

উত্তরঃ সামরিক গভর্ণর জেনারেল টিক্কা খানকে সরিয়ে তার জায়গায় বেসামরিক ব্যক্তি ডাঃ আব্দুল মোতালিব মালিককে।

৪২। মুজিবনগর সরকার কাকে বিশেষ দূত নিযুক্ত করেন?

উত্তরঃ বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে।

৪৩। মুজিবনগর সরকার কোথায় প্রথম বাংলাদেশ মিশন স্থাপন করে?

উত্তরঃ কলকাতা

৪৪। পৃথিবীর কোন কোন দেশ সরাসরি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাথে পক্ষে ছিল?

উত্তরঃ ভারত ও সোভিয়েত।

৪৫। পাকিস্তানের পক্ষে ছিল কোন কোন দেশ?

উত্তরঃ যুক্তরাষ্ট ও চীন।

৪৬। বাংলাদেশের কত সংখ্যক জনগণ ভারতে আশ্রয় নেয়?

উত্তরঃ ১কোটি

৪৭। বাংলাদেশকে প্রথম কোন দেশ স্বীকৃতি দেয়?

উত্তরঃ ভারত

৪৮। নিউইর্য়কের কোন শিল্পী কনসার্ট আয়োজনের সমস্ত অর্থ মুজিবনগর সরকারের হাতে তুলে দেয়?

উত্তরঃ শিল্পী জর্জ হ্যারিঘন

৪৯। ভারতের কোন শিল্পী মানুষকে উজ্জীবিত করে?

উত্তরঃ রবি শঙ্কর

৫০। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পুরোটা সময় গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেন কে?

উত্তরঃ বিবিসি'র সাংবাদিক মার্কটালি।

৫১। কোন কোন বেতার কেন্দ্র আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারনা চালিয়েছিল?

উত্তরঃ আকাসবাণী, বিবিসি, ভোয়া।

৫২। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কোন দুটি অনুষ্ঠান শ্রোতাদের মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছে?

উত্তরঃ বজ্রকণ্ঠ ও চরমপত্র।

৫৩। যৌথ বাহিনী গঠিত হয় কবে?

উত্তরঃ ২১ নভেম্বর।

৫৪। যৌথ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন?

উত্তরঃ জেনারেল স্যাম মানেকশ।

৫৫। কখন পাকিস্তানের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যায়?

উত্তরঃ ৩রা ডিসেম্বর যৌথবাহিনীর আক্রমনের ফলে।

৫৬। বধ্যভূমিগুলো কোথায় কোথায় পাওয়া গেছে?

উত্তরঃ ঢাকার রায়ের বাজারে, চট্টগ্রামের পাহাড়তলি, খুলনার খালিশপুরে, সিলেটের শমসের নগরে।

৫৭। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয় কবে?

উত্তরঃ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর।

৫৮। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন কে?

উত্তরঃ যৌথ বাহিনীর কমান্ডার লে. জে. জগজিৎ সিং অরোরা।

৫৯। মুক্তিবাহিনীর উপ-প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?

উত্তরঃ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে খন্দকার।

৬০। পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে কে ছিলেন?

উত্তরঃ লে. জেনারেল এ.এ. কে নিয়াজি।

৬১। মুক্তিযুদ্ধের কতজন সদস্যকে বন্দী করা হয়?

উত্তরঃ ৯৩ হাজার সদস্যকে

৬২। যৌথ বাহিনীর পক্ষে কে স্বাক্ষর করেন?

উত্তরঃ লে. জে. অরোরা।

(অধ্যায়: তৃতীয়) বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন।

১। সাধারন সংস্কৃতি কী?
উত্তর: সমাজে মানুষের জীবন-যাপনের ধারাকে সংস্কৃতি বলে। সংস্কৃতি হলো আমাদের জীবন প্রনালি।
২। সংস্কৃতি কত প্রকার ও কি কি?
উত্তর: ২ প্রকার। ১। বস্তুগত ২। অবস্তুগত
৩। বস্তুগত সংস্কৃতি কী?
উত্তর: ঘরবাড়ি, তেজসপত্র, আসবাবপত্র ইত্যাদি।
৪। অবস্তুগত সংস্কৃতি কী?
উত্তর: ব্যক্তির দক্ষতা, জ্ঞান, চিন্তা-ভাবনা, আচার ব্যবহার, বিশ্বাস ইত্যাদি।
৫। কোন সমাজ ছিল সহজ সরল ও শ্রেণিহীন?
উত্তর: আদিম সমাজ।
৬। কখন মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন হয়?
উত্তর: হাতিয়ার আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই জীবন ও জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে প্রথম পরিবর্তন আসে।
৭। কখন মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন হয়?
উত্তর: মানুষের ব্যবহার্য ও ভোগের সামগ্রী এবং চিন্তা চেতনায় যখন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তখন তাকে বলা হয় মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন।
৮। উন্নয়ন কী?
উত্তর: সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত বা ইতিবাচক পরিবর্তনই উন্নয়ন।
৯। সমাজ বিজ্ঞানীরা উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: সামাজিক উন্নয়ন
১০। কীভাবে সমাজের উন্নয়ন ঘটে?
উত্তর: সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সমন্বিত ভাবে সমাজের উন্নয়ন ঘটায়।
১১। সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য কতটি?
উত্তর: ৫টি
১২। কোন সংস্কৃতি দ্রুত পরিবর্তন হয়?
উত্তর: বস্তুগত সংস্কৃতি
১৩। কী মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের অগ্রাধিকার দেয়?
উত্তর: উন্নয়ন
১৪। সাংস্কৃতির উন্নয়নের অর্থ কী?
উত্তর: সাংস্কৃতির ইতিবাচক পরিবর্তন।
১৫। পুরাতন পাথর যুগের অনেক হাতিয়ার নতুন পাথর যুগের সময়ে পাওয়া যায় কেন?
উত্তর: এটি সাংস্কৃতির উন্নয়ন তথা সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের জন্য।
১৬। সাংস্কৃতির পরিবর্তনশীলতার কারণ গুলো কী কী?
উত্তর: সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তিতা, সাংস্কৃতায়ন, সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ, সাংস্কৃতিক আদর্শ, প্রযুক্তি ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন।
১৭। সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তিতা বলতে কী বোঝায়?
উত্তর : সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক প্রসার বা ব্যাপ্তি ঘটে। বর্তমানে বিশ্বায়ন এবং প্রযুক্তির উন্নতিতে সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি অনেক বেড়ে গেছে।
১৮। সাংস্কৃতায়ন বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: সাধারনত দুইটি সমাজের সাংস্কৃতি একে অপরের সম্পর্শে এসে এক অপরকে প্রভাবিত করে, এতে দুই সাংস্কৃতির মানুষ একে অপরের কিছু না কিছু সাংস্কৃতি গ্রহন করবে একে বলা হয় সাংস্কৃতায়ন।
১৯। সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ কী?
উত্তর: এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ অন্যের সাংস্কৃতি আয়ত্ব করে।
২০। সাংস্কৃতিক আদর্শ কী?
উত্তর: দুইটি সাংস্কৃতিক পরিবর্তন থাকবে। কিছু আচরন নিয়ম নীতি গ্রহন করবে তবে তার নিজের সাংস্কৃতির আদর্শ ধরে রাখবে।
২১। কি কারণে গোট বিশ্ব এখন একটি বিশ্বপল্লিতে রুপান্তরিত হয়েছে? উত্তর: প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে।
২২। কিভাবে নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে?
উত্তর: নারীরা অর্থনীতিতে অংশ গ্রহনে তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে ফলে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
২৩। কী ভাবে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হচ্ছে?
উত্তর: প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আমাদের সাংস্কৃতিতে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে।
২৪। বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক বিপ্লব হয়েছে কি ভাবে?
উত্তর: বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম বা প্রাইভেট চ্যানেল প্রতিষ্ঠার ফলে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটছে।
২৫। দৃশ্য শিল্প কী?
উত্তর: সাংস্কৃতির বস্তুগত রুপকে দৃশ্য শিল্প বলে।
২৬। শিল্পকলা কী?
উত্তর: যে সব কাজে একটি জাতির চিন্তা শক্তি ও সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় তাকে বলা হয় শিল্প কলা।
২৭। শিল্পমূল্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কী?
উত্তর: মাটির ফলক বা পাত তৈরি করে তাতে ছবি অঙ্কন করে শুকিয়ে স্থায়ী রুপ দেওয়া।
২৮। টেরাকোটা কী?
উত্তর: পোড়ামাটির শিল্প।
২৯। পালযুগের পুঁথি গুলো ছিল কোন ধর্মের?
উত্তর: বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্রের।
৩০। প্রাচীন বাংলায় কোন কাপড়ের বেশ খ্যাতি ছিল?
উত্তর: বঙ্গের দুকুল এটি শ্যামবর্ণ এবং মনির মতো মসৃণ।
৩১। সুলতানি আমলে বাংলার স্থাপত্যশিল্পে কোন দেশের প্রভাব ছিল?
উত্তর: ইরানি প্রভাবে
৩২। বাংলার দরিদ্র নারীরা কোন শিল্পটি এখনও ধরে রেখেছে?
উত্তর: নকশি কাঁথা সেলাই করে।
৩৩। বাঙালির প্রথম সাহিত্যকর্মের নাম কী?
উত্তর: চর্যাপদ
৩৪। চর্যাপদ কে কোথায় থেকে আবিষ্কার করেন?

উত্তর: পন্ডিত হর প্রসাদ শাস্ত্রী প্রথম নেপালের রাজ দরবার থেকে এগুলো আবিষ্কার করেন।
৩৫। কে চর্যাপদের কাল নির্ণয় করেন?
উত্তর: ভাষাবিদ ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
৩৬। আদি বাংলা সাহিত্যের নমুনা কী?
উত্তর: চর্যাপদ
৩৭। চর্যাগীতির বিখ্যাত রচয়িতা কে ছিলেন?
উত্তর: লুইনা এবং কাহ্নপা প্রমুখ।
৩৮। সুলতানি আমলে কোন ভাবধারায় বাংলায় কোন গানের জোয়ার আসে?
উত্তর: সুলতানি আমলে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভাবধারায় বাংলায় কীর্তন গান রচনার জোয়ার আসে।
৩৯। মঙ্গল কাব্য কী?
উত্তর: দেশীয় দেবদেবীকে নিয়ে নানা কাব্য কাহিনি। এগুলো মঙ্গল কাব্য নামে পরিচিত।
৪০। মুসলমান সমাজে কোন সাহিত্যের ব্যাপক কদর ছিল?
উত্তর: পারস্য থেকে পাওয়া নানা কথাকাহিনি যা পুঁথি সাহিত্য নামে পরিচিত।
৪১। পদ্মাবতী কে রচনা করেন?
উত্তর: কবি আলাওল।
৪২। কত শতকে আধুনিক বাংলা গদ্যের সূচনা হয়?
উত্তর: উনিশ শতকে
৪৩। কে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি গড়েছেন?
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
৪৪। ভিত এর উপর কে সৌধ তুলেছেন?
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র ও সমসাময়িক সাহিত্যিকরা
৪৫। কে তাকে শোভন ও সুন্দর করে পূর্ণতা দিয়েছিলেন?
উত্তর: রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।
৪৬। কি ভাবে নাগরিক সংগীতের বিকাশ ঘটে?
উত্তর: শহরাঞ্চলের একসময়ের ঘেউড়, ঘোমটা গান পরবর্তীতে উত্তর ভারতের সংস্পর্শে এস হিন্দুস্থানি উচ্চাঙ্গ সংগীতের সাথে বাঙালি সংগীত সাধকদের পরিচয় ঘটে তার প্রভাবে নাগরিক সংগীতের বিকাশ ঘটে।
৪৭। কোন গানের সুর নেওয়া হয়েছে আমাদের জাতীয় সংগীতে?
উত্তর : বাউল গানের সুর থেকে।
৪৮। কত বছরের সৃষ্টিশীল জীবনে কাজী নজরুল ইসলাম কত হাজার গান লিখেছেন?
উত্তর: মাত্র কুড়ি বছরে প্রায় তিনি ছয় হাজারের মতো গান লিখেছেন।

(অধ্যায়: চতুর্থ) ঔপনিবেশিক যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য

১। কোন শাসন আমল ঔপনিবেশিক যুগ হিসাবে পরিচিত?
উত্তর: ইংরেজ শাসন আমল (১৭৫৭ -১৯৪৭সাল)
২। প্রত্ন শব্দের অর্থ কী? উত্তর: পুরনো
৩। প্রত্নসম্পদ বলতে কী বোঝায়? উত্তর: পুরোনো স্থাপত্য ও শিল্পকর্ম, মুর্তি বা ভাস্কর্য, অলঙ্কার প্রাচীন আমলের মুদ্রা ইত্যাদিকে বোঝায়?
৪। ঔপনিবেশিক যুগের ঢাকার স্থাপত্যকর্মে মধ্যে কী কী রয়েছে? উত্তর: মসজিদ, মন্দির ও গির্জা
৫। ঢাকার মসজিদ গুলো কোন স্থাপত্য রীতিতে তৈরি?
উত্তর: মোঘল স্থাপত্য রীতিতে তৈরি। তবে এর সঙ্গে কিছুটা ইউরোপীয় রীতিও যোগ হয়েছে।
৬। উনিশ শতকের তৈরি ঢাকার উল্লেখযোগ্য মসজিদের নাম লেখ।
উত্তর: লালবাগ (হরনাথ ঘোষ রোড) মসজিদ, লক্ষীবাজার মসজিদ, সূত্রাপুরের কলুটোলা জামে মসজিদ, সূত্রাপুরের সিতারা বেগম মসজিদ।
৭। ঔপনিবেশিক যুগের পূর্বে তৈরি মন্দির গুলোর নাম কী?
উত্তর: ঢাকেশ্বরী মন্দির ও রমনা কালি মন্দির তবে কালী মন্দিরটিকে ঔপনিবেশিক যুগে আবার নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছিল।
৮। আর্মেনিয়ান গির্জাটি কত সালে এবং কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: আরমানিটোলায় ১৭৮১ সালে।
৯। টমাস এ্যাংলিকাস গির্জা ও হলিক্রস গির্জা কবে নির্মিত হয়? উত্তর: উনিশ শতকে ঢাকায়
১০। কে নির্মান করে ভিক্টোরিয়া পার্ক?
উত্তর: উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় ঢাকার নওয়াব আব্দুল গণি এ পার্ক নির্মান করেন এর নাম দেন ভিক্টোরিয়া পার্ক।
১১। পূর্বে এর নাম কী ছিল? উত্তর: আন্টাঘর ময়দান
১২। কত সালে সিপাহি বিদ্রোহ হয়? উত্তর: ১৮৫৭ সালে
১৩। কোথায় বিদ্রোহী সৈন্যদের গাছের সাথে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়? উত্তর: আন্টাঘর ময়দানে।
১৪। কবে স্বাধিনতার জন্য জীবনদানকারী সৈন্যদের স্মৃতিতে এখানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়।
উত্তর: ১৯৫৭ সালে।
১৫। ঢাকার নবাবদের তৈরি প্রাসাদটির নাম কী? এটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
উত্তর: প্রাসাদটির নাম আহসান মঞ্জিল। এটি বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত।
১৬। পুরানো ঢাকার রুপলাল হাউজ এবং রোজ গার্ডেন চমৎকার স্থাপত্য কর্ম কারা করেন?
উত্তর: জমিদার ও বণিকদের তৈরি।
১৭। অফিস বাড়ি নামে পরিচিত ভবন গুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর কোনটি? উত্তর: কার্জন হল।
১৮। পুরনো হাইকোর্ট ভবনটি কখন তৈরি হয়?
উত্তর: ইংরেজ আমলে তৈরি
১৯। কত সালে সমাধিসৌধটি নির্মাণ করা হয়? এটি কোন রীতিতে তৈরি?
উত্তর: ১৯১৫ সালে নির্মিত এটি ডরিক রীতি অনুসৃত হয়েছে?
২০। গ্রিক সমাধিসৌধটি কোথায় অবস্থিত? উত্তর: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দের চত্বরে অবস্থিত।
২১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি কোথায় অবস্থিত? উত্তর: কুষ্টিয়ার ঝিনাইদাহে অবস্থিত।
২২। সিতারা বেগম মসজিদ কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: সিতারা বেগম মসজিদ ঢাকার সূত্রাপুরে অবস্থিত।
২৩। ঢাকা শহরের সবচেয়ে পুরানো চার্চের নাম কী?
উত্তর: আর্মেনিয়ান চার্চ
২৪। আহসান মঞ্জিল কাদের দ্বারা তৈরি?
উত্তর: ঢাকার নবাবদের দ্বারা আহসান মঞ্জিল তৈরি।
২৬। ময়মনসিংহ জাদুঘর কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৯৬৯ সালে
২৭। বলধার জমিদার কে ছিলেন?
উত্তর: নরেন্দ্র নারায়ন রায় চৌধুরী

২৮। সরদার বাড়িটি কত সালে নির্মিত হয়? উত্তর: ১৯০১ সালে

২৯। বাহাদুর শাহ পার্ক কোথায় অবস্থিত? উত্তর: বাহাদুর শাহ পার্ক ঢাকার সদরঘাট এলাকায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যায়ের পাশে অবস্থিত।

৩০। কার নামানুসারে বাহাদুর শাহ্ পার্কটির নামকরণ করা হয়?

উত্তর: ভারতবর্ষের শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের নামে পার্কটির নাম হয় বাহাদুর শাহ্ পার্ক।

৩১। সুলতানি আমলে বাংলার রাজধানী কোথায় অবস্থিত?

উত্তর:সুলতানি আমলে বাংলার রাজধানী ছিল সোনারগাঁও।

৩২। সুলতানি আমলে কোন কারনে সোনারগাঁও খ্যাত ছিল।

উত্তর: সুলতানি আমলে মসলিন শাড়ির উৎপাদন ও ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে সোনারগাঁওয়ের খ্যাতি ছিল।

অধ্যায়ঃ পঞ্চম সামাজিকীকরণ ও উন্নয়ন

১. সামাজিকীকরণ কেমন প্রক্রিয়া?

উত্তরঃ চলমান।

২. ব্যক্তির সুষ্ঠ বিকাশের জন্য কী প্রয়োজন?

উত্তরঃ সামাজিকীকরন।

৩. শিশুরা সাধারনত কেমন প্রকৃতির?

উত্তরঃ অনুকরনপ্রিয়।

৪. কিসের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়ায়?

উত্তরঃ অনুকরন।

৫. অনুকরণ কী?

উত্তরঃ নকল করা।

৬. সামাজিকীকরণের উপাদান কয়টি?

উত্তরঃ ৪টি।

৭. নিজের ধ্যান-ধারণাকে অপরের মধ্যে প্রবিষ্ট করানোর চেষ্ট করানো হয় কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে?

উত্তরঃ অভিভাবন।

৮. সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় কিসের মাধ্যমে সঞ্চিত হয়?

উত্তরঃ ভাষা।

৯. শহরের সামাজিকীরণে কি শক্তিশালী ভূমিকা রাখে?

উত্তরঃ গনমাধ্যম।

১০. বাংলাদেশের প্রায় কতভাগ লোক গ্রামে বাস করে?

উত্তরঃ ৮৫।

১১. সামাজিকীরণের অন্যতম প্রধান মাধ্যম কী?

উত্তরঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

১২. ই-মেইল এর সংক্ষিপ্ত রুপ কী?

উত্তরঃ ইলেকট্রনিক মেইল।

১৩. ইলেকট্রনিক কমার্সকে সংক্ষেপে কী বলে?

উত্তরঃ ই-কমার্স।

১৪। সারা বিশ্বে এখন কীসে রুপান্তরিত হয়েছে?

উত্তরঃ বিশ্বপল্লী

১৫. উন্নয়শীল দেশে জনশিক্ষার একটি প্রধান মাধ্যম কী?

উত্তরঃ সংবাদপত্র।

১৬. বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিশীল ও জনপ্রিয় গণমাধ্যম কী?

উত্তরঃ টেলিভিশন।

১৭. কীসের মাধ্যমে জনগণের কাছে সংবাদ, মতামত ও বিনোদন পরিবেশন করা যায়?

উত্তরঃ গণমাধ্যম।

১৮. বাংলাদেশে আয়ভিত্তিক বৈষম্যের হার কত?

উত্তরঃ ২৮.৩%।

১৯. শিশুর মধ্যে সহমর্মিতা, সহযোগিতা, সহনশীলতা ও নেতৃত্বের গুনগুলো বিকশিত হয়?

উত্তরঃ সমবয়সী সঙ্গীদের মাধ্যেমে।

২০. শিশুর শিক্ষার প্রথম মাধ্যমে কী অর্জন করে?

উত্তরঃ পরিবার।

২১. সামাজিকীকরণের বাহন হিসেবে কিসের গুরুত্ব অপরিসীম?

উত্তরঃ সংবাদপত্র।।

২২. সামাজিকীকরণের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বাহন কী?

উত্তরঃ পরিবার।

২৩. সামাজিকীকরণের বলতে কোন বিষয় আয়ত্ত করাকে বোঝায়?

উত্তরঃ সমাজের নিয়মকানুন।

২৪. ব্যক্তির সামাজিকীকরণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী প্রভাব বিস্তরে সক্ষম হয়েছে?

উত্তরঃ বিশ্বায়ন।

২৫. শহরের অধিকাংশ শিশু বেড়ে ওঠে কোন ধরনের পরিবারে?

উত্তরঃ একক পরিবারে।

২৬. গণমাধ্যম কী?

উত্তরঃ যেসব মাধ্যমে জনগণের কাছে সংবাদ, মতামত বিনোদন পরিবেশন করা হয় সেই সব মাধ্যমকে বলা হয় গণমাধ্যম।

২৭. মানুষের যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম কী?

উত্তরঃ ভাষা।

২৮. টুইটার কী?

উত্তরঃ টুইটার হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগের একটি কার্যকর মাধ্যম।

২৯. সামাজিকীকরণের প্রথম ও প্রধান বাহন কোনটি?

উত্তরঃ পরিবার।

৩০. সামাজিকীকরণের প্রয়োজন কেন?

উত্তরঃ ব্যক্তির সুষ্ঠু বিকাশের জন্য।

৩১. স্থানীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত বিধিনিষেধ ব্যক্তির মধ্যে কী তৈরি করে?

উত্তরঃ মূল্যবোধ।

৩২. কোন মাধ্যম পৃথিবীর এক দেশ থেকে অন্য দেশের দূরত্ব কমিয়ে এনেছে?

উত্তরঃ আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যেম।

৩৩. সাম্প্রতিক কালে সমাজব্যবস্থার প্রচার কার্য ও বিজ্ঞাপনের ব্যাপক উদ্যোগ কোন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত?

উত্তরঃ অভিভাবকের মনস্তাত্ত্বিক নীতির উপর।

৩৪. শৈশব থেকে ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে কোন মাধ্যম?

উত্তরঃ ভাষা।

৩৫. শহরের অধিকাংশ মানুষ কেমন?

উত্তরঃ উন্নয়নমুখী।

৩৬. মানুষ বিশ্বের বহু তথ্য কিসের মাধ্যমে পেয়ে থাকে?

উত্তরঃ গনমাধ্যম।

৩৭. শিশু-কিশোরা কিসের মাধ্যমে সহজে সমাজ স্বীকৃত আচরণ শিখে?

উত্তরঃ প্রতিবেশির গন্ডিতে থাকলে।

৩৮.কিসের মাধ্যমে শিশু ভাষা, উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গি আয়ত্ত করে থাকে?

উত্তরঃ অনুকরন।

৩৯. সামাজিকীকরণের কোন প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের উপর গভীর প্রভাব ফেলে?

উত্তরঃ স্থানীয় সমাজ।

৪০. কাদের উপর টেলিভিশনের প্রভাব খুব বেশি?

উত্তরঃ শিশু-কিশোর।

৪১. আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত ভাষা কী?

উত্তরঃ ইংরেজি।

৪২. অনলাইন ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে পন্য লেনদেন করা যায় কোন পদ্ধতিতে?

উত্তরঃ ইলেক্ট্রনিক কমার্স।

৪৩. কোন পদ্ধতি পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে?

উত্তরঃ ইলেক্ট্রনিক কমার্স।

৪৪. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মানুষকে সামাজিকীকরণে সাহায্য করে কীভাবে?

উত্তরঃ সচেতন ও সংগঠিত করার মাধ্যমে।

৪৫. সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং অপরাধ প্রবণতা ও বিশৃঙ্খলার কারণ কী?

উত্তরঃ অশ্লীল ও রুচিহীন চলচ্চিত্র।

৪৬. আধুনিক বিশ্বে কোন মাধ্যম সামাজিক যোগাযোগের একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে?

উত্তরঃ ফেসবুক ও টুইটার।

৪৭. মানুষের চিন্তাভাবনা ও জীবনযাপনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে?

উত্তরঃ টেলিভিশন।

৪৮. শিশুদের মধ্যে কী থাকেনা?

উত্তরঃ যুক্তি বা জ্ঞান।

৪৯. কারা সহজে অভিভূত হয়?

উত্তরঃ শিশুরা।

৫০. শৈশবে সমবয়সীদের সঙ্গে কিসের আকর্ষণ থাকে অপতিরোধ্য?

উত্তরঃ খেলাধুলার আকর্ষণ।

অধ্যায় ঃ ৬ষ্ঠ বাংলাদেশের অর্থনীতি

১. বাংলাদেশর বেশির ভাগ মানুষ কোথায় বাস করে?

উত্তরঃ গ্রামে।

২. বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস কী?

উত্তরঃ কৃষিকাজ।

৩. বাংলাদেশের শহরাঞ্চলের মানুষ প্রধানত কী কাজ করে?

উত্তরঃ চাকরী ও ব্যবসা বানিজ্য করে।

৪. মোট দেশজ উৎপাদন কী/ জি ডি পি কী?

উত্তরঃ একটি দেশের অভ্যন্তরে দেশি বা বিদেশি নাগরিক দ্বারা প্রতিবছর উৎপাদিত সকল দ্রব্য ও সেবার মোট আর্থিক মূল্য।

৫. G D P পূর্ণ রুপ কী ?

উত্তরঃ Gross Domestic Product .

৬. G D P হিসেব করা হয় কেন?

উত্তরঃ একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক শক্তি বোঝার জন্য ৪টি।

৭. মোট জাতীয় উৎপাদন কী?

উত্তরঃ একটি দেশের নাগরিক নিদিষ্ট সময়ে যে সকল দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্য হচ্ছে মোট জাতীয় উৎপাদন।

৮. মোট জাতীয় উৎপাদন হিসেব করা হয় কেন?

উত্তরঃ জি এন পি হিসেব করা হয় একটি দেশের নাগরিকদের অর্থনৈতিক অবদান বোঝার জন্য ।

৯. মাথা পিছু আয় কীভাবে পাওয়া যায়?

উত্তরঃ একটি দেশের মোট অভ্যন্তরিন উৎপাদনের যোগফলকে সেই দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথা পিছু আয় পাওয়া যায়।

১০. মাথাপিছু আয় নির্ণয় করা হয় কেন?

উত্তরঃ এর মাধ্যমে একটি দেশের মানুষের সার্বিক জীবনযাত্রার মান নির্ণয় করা হয়।

১১. ২০০৪--২০০৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমান কত?

উত্তরঃ ৩ লক্ষ ৭০ হাজার ৭০৭ কোটি টাকা।

১২. ২০১২--২০১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমান কত?

উত্তরঃ ১০ লক্ষ ৩৭ হাজার ৯৮৭ কোটি টাকা।

১৩. ২০১৪--২০১৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমান কত?

উত্তরঃ ১৫ লক্ষ ১৩ হাজার ৬০০ কোটি টাকা।

১৪। ২০১২--২০১৩ অর্থ বছরে কৃষি ও বনজ খাতের অবদান কত ছিল?

উত্তরঃ ১,৩৬,৯৮৭কোটি টাকা।

১৫. ২০১৪--২০১৫ অর্থ বছরে কৃষি ও বনজ খাতের অবদান কত ছিল?

উত্তরঃ ১,৭৬,৫০০কোটি টাকা

১৬. আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষি ও বনজ খাতের অবদান কত ?

উত্তরঃ ১৪.৩৩ শতাংশ

১৭. ২০১৪--২০১৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে মৎস্য খাতের অবদান কত?

উত্তরঃ ৩.৬৯ শতাংশ

১৮. ২০১৪--২০১৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান কত?

উত্তরঃ ২০.১৭ শতাংশ

১৯. কাদের কে দেশের সম্পদ বলা হয়?

উত্তরঃ শ্রমশক্তি সম্পন্ন মানুষকে।

২০. ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত?

উত্তরঃ ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ,৭২ হাজার ৩৬৪ জন।।

২১. ২০১০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত ছিল?

উত্তরঃ ১৪ কোটি ।

২২. বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির কত শতাংশ শিল্প খাতে কাজ করে?

উত্তরঃ ৪ কোটি ২ লক্ষ পুরুষএবং ১ কোটি ৩৫ লাখ নারী কাজে নিয়োজিত আছে।

২৩. বাংলাদেশে ২০০৯ সালে স্বাক্ষরতার হার কত ছিল?

উত্তরঃ ৫৪.৮ শতাংশ।

২৪. মানব উন্নয়ন সূচক কাকে বলে?

উত্তরঃ কোন দেশের জনগনের জীবনযাত্রার মান কেমন তা বোঝানোর জন্য এ সংক্রান্ত কিছু নির্ধারক তথ্য প্রয়োজন যাকে সেগুলোর মানব উন্নয়নের সূচক বলা হয়।

২৫. ২০১৩ সালে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কত ছিল?

উত্তরঃ ১৪২ তম

২৬. ২০০৫ সালে আয়ভিত্তিক দারিদ্রের হার কত ছিল?

উত্তরঃ ৪০.০%

২৭. ২০১০ সালে আয়ভিত্তিক দারিদ্রের হার কত ছিল?

উত্তরঃ ৩১.১%

২৮.মানব উন্নয়নে বাংলাদেশ ২০১০ সালে কততম স্থান অধিকার করে আছে?

উত্তরঃ ১২৯ তম

২৯. ২০১৪ সালের Human Development Report অনুযায়ী মানব উন্নয়নের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কত?

উত্তরঃ ১৪২ তম।

৩০. বাংলাদেশে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল কত?

উত্তরঃ ৭২.৮ বছর।

৩১.বাংলাদেশে দারিদ্রের হার মোট জনসংখ্যার কত ভাগ?

উত্তরঃ ২১ ভাগ।

৩২.জনসংখ্যার অনুপাতে বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের হার কত ?

উত্তরঃ ৬৭.৮%।

৩৩. বাংলাদেশে সামাজিক অসমতার হার কত ?

উত্তরঃ ২৯.০%।

৩৪. বাংলাদেশে আয়ভিত্তিক বৈষম্যের হার কত?

উত্তরঃ ২৮.৩%।

৩৫. বাংলাদেশ সরকার কত সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল?

উত্তরঃ ২০২১ সালের মধ্যে

৩৬. রেমিটেন্স কাকে বলে?

উত্তরঃ প্রবাসে কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে পেরিত অর্থকে

৩৭. P C I পূর্ণরুপ কি?

উত্তরঃ Per Capital Income

অধ্যায়ঃ সপ্তম, বাংলাদেশ: রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা

১। রাষ্ট্র কোন প্রতিষ্ঠান?

উত্তর: রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

২। রাষ্ট্র গঠনের উপাদান কতটি?

উত্তর: চারটি, জনসংখ্যা, ভূ–খন্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব।

৩। কত সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়?

উত্তর: ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর।

৪। সাধারণত সরকারকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়?

উত্তর: দুই ভাগে– গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র।

৫। গণতন্ত্র কাকে বলে?

উত্তর: সার্বভৌমত্ব ক্ষমতার মালিক জনগণ, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। জনগণ তাদের পছন্দের রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিদের ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে। নির্ধারিত সরকার গঠন করে।

৬। একনায়কতন্ত্রিক সরকার কাকে বলে?

উত্তর: একব্যক্তির বা এক দলের শাসন। এ শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অধিকার ও মতামতকে কোন স্বীকৃতি দেওয়া হয়না। এখানে একনায়ক বা একব্যক্তির ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

৭। রাষ্ট্র প্রধানদের ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে সরকারকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়?

উত্তর: ২ ভাগে। রাজনৈতিক সরকার, প্রজাতান্ত্রিক সরকার।

৮। বর্তমানে কোথায় দেখা হয় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র?

উত্তর: গ্রেট ব্রিটোন।

৯। ক্ষমতা বণ্টনের উপর ভিত্তি করে সরকারকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়?

উত্তর: ২ ভাগে- এককেন্দ্রিক সরকার, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার।

১০। কোন সম্পর্কের আলোকে সরকারকে সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার এদুই ভাগে ভাগ করা হয়।

উত্তর: আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের আলোকে।

১১। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি কী?

উত্তর: চারটি, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা।

১২। কোন ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য রয়েছে?

উত্তর: অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমতা আনার জন্য।

১৩। একটি রাষ্ট্রের মূল দলিল কী?

উত্তর: সংবিধান।

১৪। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধান সম্পর্কে কি বলেন?

উত্তর: এই সংবিধান লিখিত হয়েছে লাখো শহিদের রক্তের অক্ষরে।

১৫। সংবিধান কতটি অনুচ্ছেদ আছে?

উত্তর: ১৫৩টি

১৬। এটি কত ভাগে বিভক্ত?

উত্তর: ১১টি ভাগে।

১৭। রাষ্ট্রীয় ধর্ম কী?

উত্তর: ইসলাম।

১৮। বাংলাদেশের আইন সভা কয় কক্ষ বিশিষ্ট?

উত্তর: ১ কক্ষ বিশিষ্ট।

১৯। সংসদ ভেঙ্গে গেলে বা অবলুপ্ত হলে কত দিনের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে?

উত্তর: ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

২০। সংসদের সংবিধান কিভাবে সংশোধন করা যাবে?

উত্তর: সংসদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে সংবিধান সংশোধন করা যাবে।

২১। রাষ্ট্রে মূল চালিকা শক্তি?

উত্তর: সরকার।

২২। সরকারের কয়টি বিভাগ?

উত্তর: তিনটি বিভাগ- আইন, শাসন ও বিচার।

২৩। নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশকে কতটি নির্বাচনি এলাকায় ভাগ করা হয়?

উত্তর: ৩০০টি নির্বাচনি এলাকা।

২৪। সংসদে নির্বাচন করা হয় কাদের?

উত্তরঃ স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার।

২৫। জাতীয় তহবিলের অভিভাবক কে?

উত্তরঃ জাতীয় সংসদ।

২৬। কারা শাসন বিভাগের অংশ?

উত্তরঃ রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে গ্রামের একজন চৌকিদার পর্যন্ত সকলেই শাসন বিভাগের অংশ।

২৭। কোন বিভাগ আইন বাস্তবায়ন করেন?

উত্তরঃ শাসন বিভাগ

২৮। প্রধান বিচারপতি কাকে বলা হয়?

উত্তরঃ বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ স্তর সুপ্রিম কোর্ট এর বিচার পতি।

২৯। কে বিচার বিভাগের বিচারপতিগণের নিয়োগ দেন?

উত্তর: রাষ্ট্রপতি।

৩০। সুপ্রিম কোর্টের কয়টি বিভাগ?

উত্তর: ২টি আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ।

৩১। দেশের সংবিধান রক্ষা করে কোন বিভাগ?

উত্তর: বিচার বিভাগ।

৩২। কোন বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা দেয় ?

উত্তর: বিচার বিভাগ।

৩৩। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কতটি সরকার কাঠামো চালু আছে?

উত্তর: তিনটি- ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ।

৩৪। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় শহরাঞ্চলে কতটি ভাগ করা হয়?

উত্তর: পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন।

৩৫। বাংলাদেশে কতটি ইউনিয়ন পরিষদ?

উত্তর: বর্তমানে দেশে ৪,৫৫৪টি ইউনিয়ন পরিষদ আছে।

৩৬। মোট সদস্য সংখ্যা কত ইউনিয়ন পরিষদের?

উত্তর: ৩ জন- একজন চেয়ারম্যান, ৯টি ওয়ার্ড থেকে ৯ সদস্য ও সংরক্ষিত আসনে তিনজন মহিলা সদস্য।

৩৭। বর্তমানে বাংলাদেশে কতটি উপজেলা রয়েছে?

উত্তর: ৪৯২ টি।

৩৮। কতটি জেলা স্থানীয় সরকার বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে আছে?

উত্তর: ৬১ জেলা।

৩৯। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে আছে?

উত্তর: ৩টি জেলা, খগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙামাটি।

৪০। জেলা পরিষদের সদস্য সংখ্যা কত?

উত্তর: ২০ জন। ২০ জনের মধ্যে ৫ জন মহিলা।

৪১। বর্তমানে কতটি পৌরসভা আছে?

উত্তর: ৩২৭টি পৌরসভা আছে।

৪২। কতটি সিটি কর্পোরেশন আছে?

উত্তর: ১২টি সিটি কর্পোরেশন।

৪৩। এলাকার শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য বিবাদ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা কোন পরিষদের কাজ?

উত্তর: ইউনিয়ন পরিষদের কাজ।

৪৪। রাস্তার দুই পাশে গাছ লাগানো, পার্ক ও উদ্যান প্রতিষ্ঠা ও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ সংরক্ষণ করা কোন পরিষদের কাজ?

উত্তর: জেলা পরিষদের কাজ।

৪৫। স্বাস্থ্যকর ও ভেজালমুক্ত খাদ্য বিক্রি নিশ্চিত করা কোন পরিষদের কাজ?

উত্তর: সিটি কর্পোরেশনের কাজ।

৪৬। সুশাসনের জন্য দূর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য করণীয় কী?

উত্তর: বিভিন্ন কাজ সম্পাদনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাই সুশাসনের নিয়ামক।

অষ্টম অধ্যায় (বাংলাদেশের দুর্যোগ)

১। ভৌগোলিকভাবে প্রথিবীর মধ্যে বড় ব-দ্বীপ কোনটি? - বাংলাদেশ।

২। বায়ুর মূল উপাদানগুলো কী কী? - নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন।

৩। গ্রিনহাউজ গ্যাসকে কী বলে? - তাপ বৃদ্ধিকারক গ্যাস।

৪। বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমান শতকরা কত ভাগ বেড়ে? -২৫%।

৫। দুর্যোগকে কী বলে? - আপদ।

৬। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেমন করে ঘটে? - আকস্মিক ভাবে ঘটে।

৭। ২০১১ সালে কোথায় সুনামি সংঘটিত হয়? - জাপানের উত্তর পূর্ব এলাকায়।

৮। ভূমিধস কী? - পাহাড়ের মাটি ধসে পড়া।

৯। ২০১১ সালে জাপানে সুনামিতে ভূমিকম্পের মাত্রা কত ছিল? - ৮.৯।

১০। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের অন্যতম কারণ কী? - ভৌগোলিক অবস্থান।

১১। বাংলা কোন জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত?- ক্রান্তীয় মৌসুমি জলুবায়ু।

১২। বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছর শতকরা কত ভাগ এলাকা বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়? - ২০%

১৩। প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রথম শিকার হয় কারা?- দরিদ্র জনগোষ্ঠী

১৪। সবুজ উদ্ভিদ দিনের বেলায় কী গ্রহণ করে?- কার্বন ডাই-অক্সাইড

১৫। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে কিসের পরিবর্তন ঘটে? - জলবায়ু

১৬। বায়ুমন্ডল ও পৃথিবী ক্রমাগত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে কেন?- উষ্ণায়নের ফলে।

১৭। কোন গ্যাসের কারণে বায়ুমন্ডলে ওজন স্তর ক্ষতিগ্রস্থ হয়?- CFC

১৮। ট্রপোস্ফেয়ারের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কত? -১২ কিঃ মিঃ

১৯। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে পৃথিবীর জীবজগতকে রক্ষা করে। - ওজন স্তর।

২০। সুনামি অর্থ কী?- সমুদ্র তীরের ঢেউ

২১। সিএফসি এর পূর্ণরূপ কী? - ক্লোরো ফ্লোরো- কার্বন

২২। ওজন স্তর হলো বায়ুমন্ডলের একটি স্তর যা সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি শোষণ করে পৃথিবীর বীজগতকে রক্ষা করে।

২৩। দুর্যোগ কত প্রকার?- ২ প্রকার

২৪। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কাকে বলে?- প্রাকৃতিক কোনো দুর্ঘটনা বা বিপর্যয় কে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে।

২৫। মহাসমুদ্রকে পৃথিবীর মানবদেহের কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে।- ফুসফুস

২৬। বিশ্বের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে কার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে?- মহাসমুদ্রের।

২৭। পরিবেশ দূষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো- বন উজাড়করণ।

২৮। দুর্যোগের কারণে সুন্দরবনের কত অংশ বন নষ্ট হয়েছে? - ১/৪ ভাগ।

২৯। অল্প সময়ে সবচেয়ে বেশি ধ্বংসযজ্ঞ ঘটায় কোন দুর্যোগ?- ভূমিকম্প।

৩০। বনাঞ্চলে অগ্নিকান্ড ঘটতে দেখা যায় কেন?- প্রচন্ড দাবাদাহে।

৩১। বাংলাদেশ ভূমিকম্প প্রবল অঞ্চলে অবস্থিত কেন?- বাংলাদেশ ভারত ও মিয়ানমার প্লেটের সীমানার কাছে অবস্থিত বলে।

৩২। বাংলাদেশে কত সালে আইলা ও সিডরে আক্রান্ত হয়? - ২০০৯ এবং ২০০৭ সালে।

৩৩। জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় কেন?- লবনাক্ততা।

৩৪। মিঠা পানির মাছের প্রজাতি ধ্বংস হয়ে যায় কেন?- লবনাক্ততা।

৩৫। দুর্যোগে প্রাণ হানি ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমান কিভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব?- পূর্বপ্রস্তুতি এবং কর্মপরিকল্পনা।

৩৬। বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে খরা দেখা যায়?- উত্তর অঞ্চলে।

৩৭। মানবসৃষ্ট দুর্যোগ কাকে বলে?- মানুষের অসচেতনা বা দুরদৃষ্টির অভাবে যে দুর্যোগ সৃষ্টি হয় যা মানুষের প্রানহানি ঘটানোর পাশাপাশি তার স্বাভাবিক জীবন-যাত্রাকে বিপর্যস্ত করে, তাকে মানবসৃষ্ট দুর্যোগ বলে।

৩৮। ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী বায়ুমন্ডলীয় স্তরের নাম কী?- ট্রাপোস্ফিয়ার।

৩৯। পারমানবিক চুল্লি থেকে কী সৃষ্টি হয়?- বর্জ্য।

৪০। C.F.C কি ধরনের গ্যাস? - মানবসৃষ্ট

৪১। গত এক শতাব্দীতে বায়ুমন্ডলে মিথেন গ্যাসের পরিমান শতকরা কত বেড়েছে? - ১০০%।

৪২। পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ কী?- বৈশ্বিক উষ্ণায়ন।

৪৩। কত নং বিপদ সংকেত শোনার পর শিশু, বৃদ্ধি ও মহিলাদের আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিতে হবে? - ৫নং।

৪৪। শিল্প কারখানা কালো ধোঁয়া থেকে কী কী নির্গত হয়? - আর্সেনিক, সিসা, পারদ।

৪৫। ওজন স্তরের বিস্তৃত কত? - ২০ কি.মি।

৪৬। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো অধিক হারে কী ব্যবহার করে পরিবেশ নষ্ট করে?- জীবাশ্ম জ্বালানী।

৪৭। পৃথিবীর সর্বত্র আজ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে কেন?- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন।

৪৮। বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে ইতিমধ্যে মরুকরণ শুরু হয়েছে?- উত্তরাঞ্চল।

৪৯। দুর্যোগে কেউ আহত হলে কী করতে হবে?- প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হবে।

৫০। যানবাহনের নির্গত কালো ধোঁয়া কী ধরনের গ্যাস?- কার্বন ডাই অক্সাইড।

৫১। সমুদ্রের পানি বৃদ্ধি দ্বারা সৃষ্ট উঁচু জোয়ার কিসের আকার ধারণ করে?- জলোচ্ছ্বাসের।

অধ্যায়ঃ নবম- বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও উন্নয়ন

১। জনসংখ্যা ও উন্নয়ন ধারণা দুটি কেমন?
উত্তরঃ পরস্পর সম্পর্কিত।

২। শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমে আসার কারণ কী?
উত্তরঃ চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি।

৩। জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রনে বেসরকারী সংস্থাগুলোর কী রয়েছে?
উত্তরঃ দক্ষ কর্মী।

৪। আমেরিকায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে কতজন লোক বাস রয়েছে?
উত্তরঃ ৩৫ জন।

৫। আমেরিকায় মাথাপিছু আয় কত?
উত্তরঃ ৮৫০৩০ মার্কিন ডলার।

৬। বাংলাদেশে জাতীয় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে?
উত্তরঃ বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও

৭। বাংলাদেশে জাতীয় জনসংখ্যা দিবস পালন করা হয় কত তারিখে?
উত্তরঃ ২রা ফেব্রুয়ারী।

৮। জনসংখ্যা সম্পর্কিত বাংলাদেশের স্লোগান কী?
উত্তরঃ দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয়।

৯। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতি বর্গকিলোমিটার কতজন লোক বাস করে?
উত্তরঃ ১২৫২ জন।

১০। জনসংখ্যানীতি কী?
উত্তরঃ একটি দেশের জনসংখ্যা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য যে দিক নিদের্শনা হয় তাকেই দেশটির জনসংখ্যানীতি বলা হয়।

১১। সরকার কত সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা গ্রহন করে?
উত্তরঃ ২০১৫ সালে।

১২। ২০১০ সালে বাংলাদেশ কোন ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য জাতিসংঘ পুরস্কার লাভ করে?
উত্তরঃ শিশুমৃত্যু হ্রাসের ক্ষেত্রে।

১৩। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় কত?
উত্তরঃ ১৬১০ ইউএস ডলার।

১৪। কোথায় বিয়ে রেজিষ্ট্রেশনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে?
উত্তরঃ কাজি অফিসে।

১৫। মেয়েদের কোন শ্রেণি পর্যন্ত উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে?
উত্তরঃ দ্বাদশ।

১৬। বর্তমান সরকার জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে কয়টি লক্ষ্য নির্ধারন করেছে?
উত্তরঃ ১১ টি।

১৭। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে কোন দেশ?
উত্তরঃ চীন।

১৮। মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদানের মুল উদ্দেশ্য কী?
উত্তরঃ নারী শিক্ষার প্রসার।

১৯। সরকার কোন শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে?
উত্তরঃ নারী শিক্ষা

২০। একটি দেশ উন্নত কি অনুন্নত তা কিসের দ্বারা বোঝা যায়?
উত্তরঃ মাথাপিছু আয় দ্বারা।

২১। NGO কী
উত্তরঃ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা।

২২। সরকার কত সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার পরিকল্পনা গ্রহন করে?
উত্তরঃ ১০১৪ সালে।

২৩। শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার ইদানীং কমার কারন কী?
উত্তরঃ চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির ফলে।

২৪। জনসংখ্যাকে অনায়াসে জনসম্পদে কিভাবে পরিণত করা সম্ভব?
উত্তরঃ তরুনদের শিক্ষা, প্রশিক্ষন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে।

২৫। বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য জনগনকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে কারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে?
উত্তরঃ বেসকারি উন্নয়ন সংস্থা গুলো।

২৬। জনগনের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য কী প্রয়োজন?
উত্তরঃ জনসংখ্যানীতি গ্রহন।

২৭। নারী ক্ষমতায়নে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন কী?
উত্তরঃ শিক্ষার প্রসার।

২৮। ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি কোন ধরনের কার্যক্রম?
উত্তরঃ সচেতনতা কার্যক্রম।

২৯। কোথায় কম্পিউনিটি ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে?
উত্তরঃ শহর ও গ্রামে।

৩০। কোন অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি দেশের জনসংখ্যা নীতি প্রনয়ণ করতে হয়?
উত্তরঃ আর্থসামাজিক অবস্থা।

৩১। কীভাবে আমরা জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রুপান্তর করতে পারি?

উত্তরঃ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে?

৩২। আমেরিকার তথ্যপ্রযুক্তি খাত শতকরা কতভাগ ভারতীয় জনশক্তি উপর নির্ভরশীল?

উত্তরঃ ২৩%.

৩৩। বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কয়টি?

উত্তরঃ ৭টি।

৩৪। কর্মহীন জনগোষ্ঠীকে কী বলে?

উত্তরঃ অদক্ষ জনগোষ্ঠী।

৩৫। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনে সরকার কোনটির উপর গুরুত্ব দিয়েছে?

উত্তরঃ বিয়ে রেজিষ্ট্রেশন

অধ্যায়-১০ বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা

১। কিশোর অপরাধ প্রবনতার প্রধান কারণ কোনটি?
উত্তরঃ দারিদ্রতা।

২। জাপানের কিশোর অপরাধীরা বয়সসীমা কত?
উত্তরঃ ১৪-২০

৩। থাইল্যন্ড কিশোর অপরাধীর বয়সসীমা কত?
উত্তরঃ ৭ থেকে ১৮ বছর।

৪। জনসংখ্যার নীতি বলতে কী বোঝ?
উত্তরঃ জনসংখ্যা পূনর্বিন্যাস।

৫। বাংলাদেশের কিশোর অপরাধের বয়সসীমা কত?
উত্তরঃ ৭ তেকে ১৬ বছর।

৬। "মাদককে না বলুন"-এ প্রতিজ্ঞায় জনগন উদ্বুদ্ধ করতে পারে-
উত্তরঃ তরুণদের।

৭। সুমনের বয়স ১৯ বছর। যে একজন কিশোর অপরাধী । সে কোন দেশের নাগরিক?
উত্তরঃ জাপান।

৮। বাংলাদেশে কোনটির প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে?
উত্তরঃ কিশোর অপরাধ।

৯। মাদকাসক্তির বড় কারন কোনটি?
উত্তরঃ অপসংস্কৃতি।

১০। বাংলাদেশে মাদকাসক্তি প্রতিরোধে কোনটি প্রয়োজন?
উত্তরঃ সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি।

১১। মাদকাসক্তদের প্রভাবে কারা বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়?
উত্তরঃ পরিবারের সদস্যরা।

১২। শিশু-কিশোররা ধুমপানে আসক্ত হয় কীভাবে?
উত্তরঃ বন্ধুদের প্ররোচনায়।

১৩। শারীরিক মানসিক ত্রুটি শিশু মনে কিসের জন্ম দেয়?
উত্তরঃ হীনম্মন্যতার।

১৪। কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের উপায় কোনটি?
উত্তরঃ চিত্তবিনোদন।

১৫। যেসব সঙ্গীদের সাথে মেলামেশার ফলে মাদকাসক্তির সুত্রপাত ঘটে তা হচ্ছে-
উত্তরঃ মাদকাসক্ত।

১৬। কোন দেশে কিশোর অপরাধ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে?
উত্তরঃ বাংলাদেশে।

১৭। কিশোর অপরাধপ্রবণতার অন্যতম কারণ হলো-
উত্তরঃ পরিবারের দারিদ্রতা।

১৮। বাবা-মার স্নেহ, ভালবাসা না পেলে শিশুরা হতে পারে-
উত্তরঃ হতাশাগ্রস্থ।

১৯। শিশু-কিশোররা অনেক সময় জুয়া খেলে কেন?
উত্তরঃ সঙ্গদোষে।

২০। ভয়ানক সামাজিক ব্যাধি ও সমস্যা কোনটি?
উত্তরঃ কিশোর অপরাধ।

২১। কোথায় নিত্যনতুন ধরনের কিশোর অপরাধ ঘটে চলেছে-
উত্তরঃ বন্দর এলাকায়।

২২। যেখান থেকে শিশুর তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব-
উত্তরঃ জন্মনিবন্ধিকরণ।

২৩। মারাত্মক বদভ্যাস কোনটি?
উত্তরঃ মাদকদ্রব্য গ্রহন।

২৪। মাদক সেবনকারী ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য কেমন হয়ে থাকে?
উত্তরঃ দুর্বল।

২৫। পারিবারিক জীবনে কিসের প্রভাব জটিল?
উত্তরঃ মাদকের।

২৬। পিতামাতার বার বার কর্মস্থল পরিবর্তন সন্তানদের কী সমস্যায় ফেলে?
উত্তরঃ বন্ধু নির্বাচন সমস্যা।

২৭। অপ্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা সংগঠিত বিভিন্ন ধরনের অপরাধকে কী বলে?
উত্তরঃ কিশোর অপরাধ।

২৮। অভিভাবকদেরকে সন্তানদের সঙ্গে কীরুপ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে?
উত্তরঃ সহজ ও স্বাভাবিক।

২৯। কোন ধরনের শিশু-কিশোরদের মানসিক গঠন সাধারণের চেয়ে জটিল হয়?
উত্তরঃ শারীরিক-মানসিক ত্রুটিসম্পন্ন।

৩০। বেকাররা মাদকাসক্ত হচ্ছে কেন?
উত্তরঃ হতাশার কারণে।

অধ্যায়ঃ ১১ বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী

১। বাংলাদেশের কোন নৃগোষ্ঠীর ভাষার নাম'অচিন খুসিক'?
উত্তরঃ গারো।

২। ঊনিশ শতকে উপমহাদেশে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা কোনটি?
উত্তরঃ সাঁওতাল বিদ্রোহ।

৩। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে কোন কোন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নাম উল্লেখযোগ্য?
উত্তরঃ খাসিয়া ও মণিপুরি।

৪। বম কী?
উত্তরঃ একটি উপজাতি।

৫। কয়েকটি চাকমা পরিবার নিয়ে গঠিত হয় কোনটি?
উত্তরঃ আদাম।

৬। চাকমারা কোন ধর্মের অনুসারী?
উত্তরঃ বৌদ্ধ।

৭। চাকমাদের প্রধান উৎসবকে কী বলা হয়?
উত্তর ঃ বিজু।

৮। চাকমা সমাজের মূল অংশ কী?
উত্তরঃ পরিবার।

৯। চাকমা মেয়েদের পরনের কাপড়ের নাম কী?
উত্তরঃ হাদি।
১০। চাকমাদের প্রধান খাদ্য কী?
উত্তরঃ ভাত।
১১। বাংলাদেশের বাইরে কোথায় চাকমাদের বাস রয়েছে?
উত্তরঃ ভারত।
১২। বাংলাদেশে সমতল অঞ্চলের বাসিন্দা কোন উপজাতিরা?
উত্তরঃ মান্দি।
১৬। গারোদের আদি ধর্মের নাম কী?
উত্তরঃ সাংসারেক।
১৭। গারো সমাজে প্রধান দল কয়টি?
উত্তরঃ পাঁচটি।
১৮। গারো পরিবারে সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকার কে লাভ করে?
উত্তরঃ ছোট কন্যা।
১৯। দকমান্দা কিসের নাম?
উত্তরঃ পোশাকের।
২০। বাংলাদেশে গারোদের অবস্থান কোথায়?
উত্তরঃ শেরপুর ও জামালপুর।
২১। সাঁওতালরা কোন জনগোষ্ঠী ভুক্ত লোক?
উত্তরঃ অস্ট্রালয়েড।
২২। সাঁওতালদের জীবিকার প্রধান উপায় কী?
উত্তরঃ কৃষি।
২৩। সাঁওতাল জনগোষ্ঠী সাধারণত কয়টি ধর্মের অনুসারী?
উত্তরঃ দুটি।
২৪। সাঁওতাল সমাজের মূলভিত্তি কোনটি?
উত্তরঃ পঞ্চায়েত।
২৫। সাঁওতাল মেয়ে ও ছেলে উভয়ই কী ব্যবহার করে?
উত্তরঃ অলংকার।
২৬। কখন সাঁওতাল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল?
উত্তরঃ ঊনিশ শতকে।
২৭। সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক কে?
উত্তরঃ সিধু ও কানু।
২৮। মারমাদের জীবিকার প্রধান উপায় কী?
উত্তরঃ কৃষিকাজ।
২৯। মারমাদের ঘরবাড়ি কিসের তৈরি?
উত্তরঃ বাঁশ ও ছনের।
৩০। জনসংখ্যার দিক দিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে মারমাদের অবস্থান?
উত্তরঃ দ্বিতীয়।
উত্তরঃ গারো।
১৩। গারোদের প্রধান দেবতার নাম কী?
উত্তরঃ তাতারা রাবুগা।
১৪। গারোদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম কী?
উত্তরঃ গান্দো।
১৫। গারোরা নিজেদের কী নামে পরিচয় দিতে পছন্দ করে?

৩১। কিয়াং কী?
উত্তরঃ বৌদ্ধবিহার।
৩২। মারমা পুরুষরা মাথায় যে পাগড়ি পরে তার নাম কী?
উত্তরঃ গবং।
৩৩। সাংগ্রাই উৎসব কোন মাসে ঊদ্‌যাপিত হয়?
উত্তরঃ এপ্রিল।
৩৪। 'মারমা' শব্দটির উপত্তির কোন শব্দ থেকে?
উত্তরঃ ম্রাইমা।
৩৫। মারমা নারীরা কোন ধরনের কাজে দক্ষ?
উত্তরঃ কাপড় বোনার কাজে।
৩৬। গ্রামের প্রধানকে মারমারা কী বলে ডাকে?
উত্তরঃ রোয়াজা।
৩৭। রাখাইন শব্দের অর্থ কী?
উত্তরঃ রক্ষণশীল জাতি।
৩৮। রাখাইনদের প্রধান উৎসব কী?
উত্তরঃ বৈশাখী পূর্ণিমা।
৩৯। রাখাইন পরিবারে প্রধানকে?
উত্তরঃ পিতা।
৪০। রাখাইনদের ঐতিহ্যের প্রতীক কী?
উত্তরঃ পাগড়ি।
৪১। রাখাইনরা নিজেদের কী নামে পরিচয় দিতে ভালবাসে?
উত্তরঃ রাক্ষাইন।
৪২।' রাখাইন' শব্দটির উৎপত্তি কোথা থেকে?
উত্তরঃ রাক্ষাইন।
৪৩। ত্রিপুরারা সাধারনত কোন নাচ প্রদর্শন করে?
উত্তরঃ বল নাচ।
৪৪। কোন নৃগোষ্ঠীর নাচ সকলের নিকট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে?
উত্তরঃ মণিপুরি।
৪৫। বাঙালি নবান্ন উৎসবকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্টীরা কী বলে?
উত্তরঃ ওয়ানগালা।

অধ্যায় ঃ ১২বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

১। আমাদের দেশে বছরে ফসল উৎপন্ন হয়?
উত্তরঃ তিনটি।
২। বাংলাদেশের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ কোনটি?
উত্তরঃ মাটি।
৩। বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরের সংখ্যা কয়টি?
উত্তরঃ তিনটি।
৪। বাংলাদেশে প্রধান খনিজ দ্রব্য কোনটি?
উত্তরঃ কয়লা।
৫। যেকোন দেশের প্রাকৃতিক ভারসম্য রক্ষার জন্য কত ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন?
উত্তরঃ ২৫%
৬। প্রাচীনকালে মানুষ কোথা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করত?
উত্তরঃ বন থেকে।
৭। গোলপাতা কোন বনে জন্মে?
উত্তরঃ সুন্দরবনে।
৮। কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কারা গড়ে তুলে ছিল?
উত্তরঃ প্রাচীনকালের মানুষ।
৯। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমান কী?
উত্তরঃ সীমিত।
১০। কোনটি সুষম খাদ্যের অভাব পূরণ কের?
উত্তরঃ গবাদি পশু।
১১। জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য করণীয় কী?
উত্তরঃ জনসংখ্যা কমিয়ে আনা।
১২। গাছাপালা প্রাণীদের থেকে কী পায়?
উত্তরঃ কার্বন ডাই-অক্সাইড।
১৩। এক সময় বাংলাদেশের নিচু জলাভূমিতে কী ছিল?
উত্তরঃ প্রচুর জলচর প্রাণী।
১৪। প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের কোন শিল্পের প্রধান কাঁচামাল?
উত্তরঃ সার।
১৫। ২০১১-২০১২ অর্থবছরে কত কেজি সূতা উৎপাদন হয়?

উত্তরঃ ১৭২.০৮ মিলিয়ন।
১৬। ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে মোট কয়টি বস্ত্র কল ছিল?
উত্তরঃ ৮টি।
১৭। বাংলাদেশে সর্ব প্রথম কত সালে কাগজ কল স্থাপিত হয়?
উত্তরঃ ১৯৫৩সালে।
১৮। বর্তমানে বাংলাদেশে কয়টি কাগজ কল রয়েছে?
উত্তরঃ ৬টি।
১৯। বাংলাদেশে প্রথম সার কারখানা কোথায় স্থাপিত হয়?
উত্তরঃ ফেঞ্চুগঞ্জে।
২০। বাংলাদেশে বর্তমানে কয়টি চিনি কল আছে?
উত্তরঃ ১৭টি।
২১। পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা কত?
উত্তরঃ ৪০ লাখ।
২২। বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি পোশাক রপ্তানি হচ্ছে কোন দেশে?
উত্তরঃ যুক্তরাষ্ট্রে।
২৩। ২০১১-২০১২অর্থবছরে কত কোটি টাকার ঔষধ রপ্তানি হয়েছে?
উত্তরঃ ২০ কোটি।
২৪। বাংলাদেশে টিএসপি সার কারখানা কয়টি?
উত্তরঃ ১টি।
২৫। নিচের কোনটি চাপ বাংলাদেশে অত্যন্ত বেশি?
উত্তরঃ জনসংখ্যা।

অধ্যায়ঃ ১৩ বাংলাদেশ এবং বিভিন্ন আঞ্চালিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা

১। আন্তর্জাতিক আদালত কোথায় অবস্থিত?
উত্তরঃ হেগ।
২। FAO-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তরঃ রোম।
৩। UNICEF কী কাজ করে?
উত্তরঃ শিশুকল্যাণ।
৪। পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে?
উত্তরঃ ১৯৫টি।
৫। UNICEF প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
উত্তরঃ ১৯৪৬সালে।
৬। UNICEF এর সদর দপ্তর কোথায়?
উত্তরঃ নিউয়র্ক।
৭। UICEF শান্তিতে নেবেল পায় কত সালে?
উত্তরঃ ১৯৬৫ সালে।
৮। বাংলাদেশে কত সালে UNESCO-তে যোগ দেয়?
উত্তরঃ১৯৭২ সালের ২৭শে অক্টোবর।
৯। বাংলাদেশ ইউনেস্কোর সদস্য পদ লাভ করে কত সালে?
উত্তরঃ ১৯৭২ সালে।
১০। পাহারপুর বা সমপুর বৌদ্ধবিহার কোন জেলায় অবস্থিত?
উত্তরঃ নওগাঁ।
১১।" বাংলাদেশ ইউনেস্কো কমিশন" গঠিত হয় কত সালে?
উত্তরঃ ১৯৭৩ সা১২। **UNDP প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?**
উত্তরঃ ১৯৬৫সাল।
১৩। UNDP- এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তরঃ The United Nations Development Programme.
১৪। কত সাল থেকে বাংলাদেশের উন্নয়নে UNDP সহায়তা করছে?
উত্তরঃ ১৯৭২।
১৫। FAO কত সালে প্রতিষ্ঠিত গয়?
উত্তরঃ ১৯৪৫ সালে।
১৬। FAO- এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তরঃ রোমে।
১৭। FAO- এর সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তরঃ ১৯৪।
১৮। বাংলাদেশের কোথায় FAO-এর শাখা অফিস রয়েছে?
উত্তরঃ ঢাকা।
১৯। WHO-এর পুরো নাম কী?
উত্তরঃ The World Health Organization
২০। WHO-এর সদর দপ্তর কোথায়?
উত্তরঃ জেনেভা
২১। শিশুদের ঘাতক রোগের সংখ্যা কতটি?
উত্তরঃ ৬টি
২২। UNFPA-এর সদর দপ্তর কোথায়?
উত্তরঃ নিউইয়র্কে।
২৩। UNFPA-এর সদস্য রাষ্ট্র কতটি?
উত্তরঃ ১৪০টি।
২৪। UNFPA-এর মহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিভাগটি চালু রয়েছে?
উত্তর ঃ পপুলেশন সয়েন্স।
২৫। ইউনেস্কো কোন ধরনের সংস্থা?
উত্তরঃ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক।
২৬। WHO সারা বিশ্বে কিসের বিরুদ্ধে কাজ তরে?
উত্তরঃ ক্ষুধা।
২৭। WHO কী ধরনের প্রতিষ্ঠান?
উত্তরঃ সমন্বয়কারী।
২৮। WHO কোন ধরনের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে?
উত্তরঃ স্বাস্থ্যসুবিধা নিশ্চিত করা।
২৯। UNFPA-এর কাজকর্ম পরিচালনা করে কীভাবে?
উত্তরঃ আঞ্চালিক অফিসের মাধ্যমে।
৩০। UNFPA দেশগুলোর জনসংখ্যানীতি প্রণয়ন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে কীভাবে?
উত্তরঃ তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে।
৩১। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে মূল সমস্যা হলো খাদ্য ও কৃষি। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে কোন সংস্থা
উত্তরঃ **FAO**
৩২। UNESCO-কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তরঃ ১৯৪৬ সালে।

৩৩। কোনটির সদর দফতর ইতালির রোমে অবস্থিত?

উত্তরঃ **FAO**

৩৪। বাংলাদেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে কোন আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে?

উত্তরঃ ইউনেস্কো।

৩৫। UNDP-এর সদর দফতর কোথায়?

উত্তরঃ নিউইয়র্কে।

৩৬। কোন সংস্থা দ্বিতয়ি বিশ্বযুদ্ধে ত্রাণ সাহায্যের লক্ষ্যে গঠিত হয়েছিল?

উত্তরঃ ইউনিসেফ।

৩৭। মা ও শিশুর উন্নয়নে কাজ করছে কোন সংস্থা?

উত্তরঃ ইউনিসেফ।

৩৮। ইউনিসেফ এর সদর দফতর কোথায় অবস্থিত?

উত্তরঃ নিউইয়র্কে।

৩৯। কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাটি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় কাজ করছে?

উত্তরঃ ইউনেস্কো।

৪০। কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাটি সারা বিশ্বে ক্ষুধার বিরুদ্ধে কাজ করছে?

উত্তরঃ **FAO**

৪১। কত সাল থেকে ইউনিসেফ নিয়মিত ভাবে এদেশের মা ও শিশুর উন্নয়নে কাজ করছে?

উত্তরঃ ১৯৭৭ সাল থেকে।

৪২। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মসজিদগুলো সংরক্ষণে আর্থিক সহযোগিতা দিচ্ছে কোন সংস্থাটি?

উত্তরঃ ইউনেস্কো।

অধ্যায়ঃ ত্রয়োদশ--টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

১। জাতিসংঘ বিশ্বের কতটি দেশের প্রতিনিধিত্ব করে?
উত্তরঃ ১৯৩ টি দেশের ।

২।জাতিসংঘের উদ্যোগে সম্মিলিত উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ কি?
উত্তরঃ এম ডি জি অর্জন।

৩। এম ডি জির মেয়াদ কত দিন?
উত্তরঃ ২০০০ -- ২০১৫ সাল পর্যন্ত।

৪। জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট কখন ঘোষনা করে
উত্তরঃ২০১৫ সারের ২৫ সেপ্টেম্বর।

৫। এস ডি জির আরেক নাম কী?
উত্তরঃআমাদের ধরিত্রীর রুপান্তর: টেকসই উন্নয়ন ২০৩০

৬। টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট রয়েছে কতটি?
উত্তরঃ ১৭ টি

৭। এস ডি জির মূল উদ্দেশ্য কী ?
উত্তরঃ বিশের্র সকল দেশ থেকে দারিদ্র দূর করে অর্থনৈতিক ,সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন তথা ভারসাম্য রক্ষা।

৮। । টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর লক্ষ্য মাত্রা কতটি?
উত্তরঃ ১৬৯ টি।

৯। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জাতিসংঘ কবে থেকে কাজ করে যাচ্ছে?
উত্তরঃ ২০১৬ সাল থেকে।

১০। উন্নয়ন কী?
উত্তরঃ কোনো অবস্থার ইাতবাচক পরিবর্তন।

১১। টেকসই উন্নয়ন কী?
উত্তরঃ একটি সামগ্রকি ধারনা যেখানে মানুষের চাহিদা পূরণ করতে প্রাকৃতিক সম্পদ যথাযথ ব্যবহার করা হয়।

১২। দরিদ্রতার অবসান হলে সমাজে কাদের বৈষম্য কমে আসবে?
উত্তরঃধনী দরিদ্রের।

১৩। টেকসই কৃষি ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে কী হবে?
উত্তরঃ পুষ্টির চাহিদা পূরণহবে এবং আমরা কর্মঠ ও সুস্বাস্থর অধিকারী হবো।

১৪।প্রাকৃতিক অবয়ব কাকে নির্দেশ করে?
উত্তরঃ প্রাকৃতিক পরিবেশকে।

১৫। টেকসই উন্নয়নের প্রধান ক্ষেত্র কয়টি?
উত্তরঃ তিনটি।

১৬। পরিবেশ নিয়ে ভাবতে হলে আমাদের প্রথমে কি নিয়ে ভাবতে হবে?
উত্তরঃ জলবায়ু নিয়ে ।

১৭। কীরূপ আবহাওয়ার কারণে এদেশের মাটি ফসল উৎপাদনের জন্য উপযোগী হয়েছে?
উত্তরঃ অনকূল আবহাওয়া।

১৮। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের অন্যতম উৎস কি?
উত্তরঃ বনভূমি।

১৯।আমাদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করে কে?
উত্তরঃ গাছ

২০। গাছের কার্বডাই অক্সাইড গ্রহন করার কারণ কী?
উত্তরঃ প্রানী ও উদ্ভিদ কুলের ভারসাম্য রক্ষা করা।

২১।গাছকাটা পাশাপাশি আমাদের কি রক্ষা করতে হবে?
উত্তরঃ বনায়ন অব্যাহত রাখতে হবে।

২২। মানুষ সারা দিন ব্যস্ত থাকেন কোথায়?
উত্তরঃ শহরে।

২৩। টেকসই শহরে শিশুদের দেখাশুনার জন্য কি গড়ে তুলতে হবে ?
উত্তরঃ দিবাযত্ন কেন্দ্র।

২৪। বঙ্গোবসাগরে কারা বাস করে ?
উত্তরঃ জলজ প্রানী।

২৫। জলজ সম্পদের প্রধান উৎস কী
উত্তরঃ মৎস সম্পদ।

২৬। স্থলজ প্রানীর অন্তর্ভুক্ত কারা?
উত্তরঃ বনজ ও গৃহপালিত পশুপাখি।

২৭। আমাদের বিশাল ম্যানগ্রাভ বন কোনটি?
উত্তরঃ সুন্দর বন ।

২৮। সুন্দরবনের প্রধান আকর্ষন কী??
উত্তরঃ রয়েল বেঙ্গল টাইগার।।

২৯। কোন জ্বালানি পরিবেশের অনেক ক্ষতি করে ?
উত্তরঃ জীবাশ্ব জালানী ।

৩০। সূর্য থেকে কোন জ্বালানী তৈরি করা যায়?
উত্তরঃ নবায়ন যোগ্য জ্বালানী ।

৩১। অর্থনৈতিক ভাবে ভারসাম্য পর্ণঅবস্থানে যেতে আমাদের কী করতে হবে?.
উত্তরঃ সবধরনের দারিদ্রের অবসান ঘটাতে হবে।

৩২। আমাদের সমাজে কারা এখনও পিছিয়ে?

উত্তরঃ নারীরত্ন।

৩৩। সমাজে একশ্রেনির মানুষ কীভাবে অপরিমিত সম্পদশালী

উত্তরঃ ভূমি, নদী,বন এমনকি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান দখল করে।